একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সংকট হবে না

এম এইচ রবিন

৮ মে ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৮ মে ২০১৯ ০৮:৩২

অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম চালু হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হবে না- এ আশঙ্কা থেকে কিছু কলেজ জোর করে ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করানোর চেষ্টা করে। প্রতিবছরই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময় এ নিয়ে অভিযোগ ওঠে। এবার যেন এ ধরনের অভিযোগ না ওঠে, তার জন্য আগে থেকেই সতর্ক রয়েছে শিক্ষা বোর্ড। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আবেদন বাতিল করতে চাইলে সংক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী তার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্রসহ স্ব স্ব শিক্ষা বোর্ডের কলেজ শাখায় যোগাযোগ করলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে বাধ্য বা কোনো ধরনের অসুদপায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির আশ্রয় নিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, এ বছর এসএসসি, দাখিল ও সমমানের ভোকেশনাল পরীক্ষায় সব বোর্ডে পাস করেছে ১৭ লাখ ৪৯ হাজার ১৬৫ পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৫ হাজার ৫৯৪ জন। অথচ সারাদেশে সব বোর্ডের অধীনে সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোয় ২০ লাখের বেশি আসন রয়েছে। যে কারণে কোনো শিক্ষার্থীর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিবঞ্চিত হওয়ার সুযোগ নেই। বিগত সময়েও অনেক কলেজেই আসন শূন্য ছিল, এবারও তাই হবে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান মু. জিয়াউল হক বলেন, জোর করে কোনো শিক্ষার্থীকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করালে তা বাতিল করে দেবে সংশ্লিষ্ট বোর্ড। তবে এ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে স্ব স্ব শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করতে হবে। এর পর নতুন করে পছন্দের প্রতিষ্ঠানে আবেদনের সুযোগ পাবে ওই শিক্ষার্থী। তিনি আরও বলেন, দেশের সব ক'টি বোর্ডের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি সম্পন্ন হওয়ার পরও অনেক আসন শূন্য থাকবে। তাই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে সংকট হবে না। দেখা গেছে, রাজধানীর কলেজগুলোয় আবেদনের শীর্ষে থাকে যথাক্রমে সরকারি কবি নজরুল কলেজ,

ঢাকা সিটি কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা কলেজ, উত্তরা রাজউক কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। বোর্ড কর্মকর্তারা বলছেন, এসব প্রতিষ্ঠানের মতো অন্য কলেজগুলো যদি তাদের মান বাড়াতে না পারে, তা হলে ধীরে ধীরে তারা হারিয়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের টানতে হলে লেখাপড়ার পরিবেশসহ সবকিছুর উন্নতি করতে হবে। ঢাকা বোর্ডের আইসিটি অনুবিভাগের কর্মকর্তারা জানান, অনলাইনে করা আবেদনে কোনো তথ্য ভুল হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধনের সুযোগ পাবেন ভর্তিচ্ছুরা। কোনো শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বর ভুল, সিকিউরিটি কোড না পেলে ভর্তির ওয়েবসাইটে তা সংশোধন করা যাবে। অনলাইনে ি.ীরপষধংংধফসরংংরড়হ.মড়া.নফ সাইটের পাশাপাশি টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএস করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন করা যাবে আগামী ১২ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত। যেসব শিক্ষার্থী ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছেন, তাদেরকেও আবেদন করতে হবে এ সময়ের মধ্যে। ২৪ থেকে ২৬ মের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবেদন যাচাই-বাছাই ও আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে। পুনঃনিরীক্ষণে যাদের ফল পরিবর্তন হবে, তারা ৩ থেকে ৪ জুন পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন। ১০ জুন প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করা হবে। প্রথম তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের ১১ থেকে ১৮ জুন সিলেকশন নিশ্চিত (যে কলেজের তালিকায় নাম আসবে ওই কলেজেই যে শিক্ষার্থী ভর্তি হবেন, তা এসএমএসে নিশ্চিত করা) করতে হবে। নিশ্চিত না করলে আবেদন বাতিল হবে। এর পর দ্বিতীয় তৃতীয় ধাপে ফল প্রকাশ করা হবে ভর্তির।